কাশিমপুর কারাগার থেকে পালানো গাংনীর রিম্পা গ্রেফতার

গাজীপুরের কাশিমপুর কেন্দ্রীয় মহিলা কারাগার থেকে পালিয়ে যাওয়া মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার মোছা. রিম্পাকে (২১) রাজধানীর মোহাম্মদপুরের বসিলা এলাকা থেকে গ্রেফতার করেছে র্যাব-২।

রোববার গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করা হয়। বিষয়টি র্যাব-২-এর একটি দায়িত্বশীল সূত্র নিশ্চিত করেছে।

এর আগে কাশিমপুর কেন্দ্রীয় মহিলা কারাগার থেকে রিম্পা পালিয়ে যাওয়ার ঘটনায় দায়িত্বে অবহেলার অভিযোগে তিন মেট্রন ও চার নারী কারারক্ষীকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়। বরখাস্ত হওয়া কর্মকর্তারা হলেন- মেট্রন লায়লা আনজুমান সুমি, মেরিনা ও রেহেনা এবং নারী কারারক্ষী শায়লা, শারমিন, জেমি ও আসমা।

কারা সূত্র জানায়, গত বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় ৪০ জন নারীবন্দিকে দিয়ে ইট বহনের কাজ চলাকালে তদারকির ঘাটতির সুযোগে রিম্পা অফিস ভবনের পাশের দেয়ালের কার্নিশ বেয়ে সীমানা প্রাচীর টপকে পালিয়ে যান। পরে সিসিটিভি ফুটেজ পর্যালোচনা করে তার পালিয়ে যাওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত হয়।

পলাতক রিম্পা মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার রায়পুর গ্রামের বাসিন্দা। তিনি ঢাকার ধানমন্ডি থানার একটি সিআর মামলায় তিন মাসের সাজাপ্রাপ্ত হয়ে কাশিমপুর কেন্দ্রীয় মহিলা কারাগারে দণ্ড ভোগ করছিলেন।

গ্রেফতারের পর তাকে আইনানুগ প্রক্রিয়ায় সংশ্লিষ্ট থানায় হস্তান্তরের প্রস্তুতি চলছে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে।

গাজীপুর মেট্রোপলিটন কোনাবাড়ী থানার ওসি ইফতেখার হোসেন যুগান্তরকে বলেন, র্যাব-২ থেকে আমাদের জানিয়েছে পালিয়ে যাওয়া বন্দি আটক আছে, আসামি নিয়ে যান। পরে মামলার আইও আসামিকে আনতে গেছেন। মোহাম্মদপুর হতে তাকে আটক করেছে। তবে ঠিক কখন গ্রেফতার করেছে সেটি আমাদের জানায়নি র্যাব।

গাংনীতে গ্রীন ভিউ কসবা’র উদ্যোগে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির উদ্বোধন

“একটি গাছ, একটি প্রাণ, একটি ভবিষ্যৎ” স্লোগানকে সামনে রেখে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন গ্রীন ভিউ কসবার উদ্যোগে এবং কসবা রক্তদান ফাউন্ডেশনের বাস্তবায়নে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির উদ্বোধন করা হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার ভাটপাড়া মাধ্যমিক বিদ্যালয় মিলনায়তনে এ উপলক্ষে আলোচনা সভা ও বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হয়।

প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষক হাসানুজ্জামানের সভাপতিত্বে এবং সিনিয়র সহকারী শিক্ষক মো. নাসির উদ্দীনের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন ধানখোলা ইউনিয়ন পরিষদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান গোলাম মোস্তফা।

বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন অবসরপ্রাপ্ত উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা আনোয়ার হোসেন, গ্রীন ভিউ কসবায়ের সমন্বয়কারী ও কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজের অর্থোপেডিক সার্জারি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ডা. আলী হায়দার, ধানখোলা ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান আখেরুজ্জামান, ভাটপাড়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক রোমানুল হক, গাংনী মহিলা ডিগ্রি কলেজের সহকারী অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম, আহাম্মদ আলী টেকনিক্যাল অ্যান্ড বিএম কলেজের সহকারী অধ্যাপক রফিকুল আলম বকুল, গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার প্রতিনিধি এসআই জহুরুল ইসলাম, কসবা গ্রামের সন্তান মুফতি হাফিজুর রহমান এবং বিদ্যালয়ের সিনিয়র শিক্ষক আজিজুল হক।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন গাংনী সরকারি ডিগ্রি কলেজের প্রভাষক বায়েজিদ বোস্তামী, ভাটপাড়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সিনিয়র শিক্ষক শফিকুল আলম, সহকারী শিক্ষক মনিরুল ইসলাম, সহকারী শিক্ষক আলী হাসান, খড়মপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক জালাল উদ্দিন, কসবা গ্রামের কৃতি সন্তান ডা. সালাউদ্দিন, কসবা রক্তদান

ফাউন্ডেশনের প্রতিনিধি মাজেদুল ইসলাম, আকরামুল হক, জসীম উদ্দিন, রাজু আহমেদ, শফিকুল ইসলামসহ এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ এবং গ্রীন ভিউ কসবা ও কসবা রক্তদান ফাউন্ডেশনের সদস্যরা।

আলোচনা সভায় বক্তারা বলেন, পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা ও সবুজায়ন বৃদ্ধিতে বৃক্ষরোপণের কোনো বিকল্প নেই। তারা সমাজের প্রতিটি মানুষকে অন্তত একটি করে গাছ লাগানো এবং গাছের পরিচর্যায় এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

আয়োজকরা জানান, প্রায় ৪০০টি ফলজ, বনজ ও ঔষধি গাছ ভাটপাড়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পেছনের সড়ক থেকে জালশুকা গ্রাম পর্যন্ত রোপণ করা হবে। এসব গাছের নিয়মিত পরিচর্যা ও সংরক্ষণের দায়িত্ব পালন করবে কসবা রক্তদান ফাউন্ডেশন।

আলোচনা সভা শেষে বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে একটি গাছ রোপণের মাধ্যমে কর্মসূচির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়।

মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে নারী চোর চক্রের ছয় সদস্য আটক

মেহেরপুর ২৫০ শয্যা জেনারেল হাসপাতালে রোগীর টাকা ও মোবাইল ফোন চুরির চেষ্টা করতে গিয়ে নারী চোর চক্রের ছয় সদস্যকে হাতেনাতে আটক করা হয়েছে। পরে তাদের মেহেরপুর সদর থানা পুলিশের কাছে সোপর্দ করা হয়।

মঙ্গলবার (২১ জুলাই) দুপুরে হাসপাতালের শিশু বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের চেম্বারের সামনে এ ঘটনা ঘটে।

প্রত্যক্ষদর্শী ও হাসপাতাল সূত্রে জানা যায়, গাংনী উপজেলার ধলা গ্রামের বাসিন্দা রানী খাতুন তার শিশুকে নিয়ে চিকিৎসা নিতে হাসপাতালে আসেন। শিশু বিশেষজ্ঞের চেম্বারের সামনে সিরিয়ালে দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় চক্রটির সদস্যরা কৌশলে তার ব্যাগ থেকে টাকা চুরি করে। পরে মোবাইল ফোন নেওয়ার চেষ্টা করলে তিনি বিষয়টি

টের পেয়ে চিৎকার করেন।

এ সময় হাসপাতালের নিরাপত্তাকর্মী, রোগীর স্বজন ও উপস্থিত লোকজন ছয় নারীকে আটক করেন। পরে খবর পেয়ে মেহেরপুর সদর থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তাদের হেফাজতে নেয়।

প্রাথমিকভাবে আটক নারীরা জামালপুর জেলার বিভিন্ন এলাকার বাসিন্দা বলে জানা গেছে। তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার প্রক্রিয়া চলছে।

হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, বেশ কিছুদিন ধরেই হাসপাতালের বিভিন্ন ওয়ার্ড ও বহির্বিভাগে চিকিৎসা নিতে আসা রোগী ও তাদের স্বজনদের টাকা, মোবাইল ফোনসহ মূল্যবান জিনিসপত্র চুরি ও ছিনতাইয়ের অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছিল।মঙ্গলবারের এ ঘটনার পর চক্রটির সদস্যরা ধরা পড়ায় রোগী ও স্বজনদের মধ্যে স্বস্তি ফিরে এসেছে। পুলিশ আটক ব্যক্তিদের জিজ্ঞাসাবাদ করছে এবং তাদের সঙ্গে আরও কেউ জড়িত আছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

মেহেরপুরে ইউটার্ন নেওয়া ট্রাককে ধাক্কা, খাদে যাত্রীবাহী বাস; আহত ১২

মেহেরপুর শহরের ওয়াপদার মোড় এলাকায় ইউটার্ন নেওয়া একটি ট্রাককে ধাক্কা দিয়ে রাস্তার পাশের খাদে উল্টে পড়েছে কুষ্টিয়াগামী একটি লোকাল যাত্রীবাহী বাস। এ ঘটনায় অন্তত ১২ জন যাত্রী আহত হয়েছেন।

মঙ্গলবার (২১ জুলাই) দুপুর ১২টার দিকে মেহেরপুর-কুষ্টিয়া সড়কের ওয়াপদার মোড়ে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, মেহেরপুর থেকে কুষ্টিয়ার উদ্দেশ্যে ছেড়ে যাওয়া লোকাল যাত্রীবাহী বাসটি ওয়াপদার মোড় এলাকায় পৌঁছালে ইউটার্ন নেওয়ার সময় একটি ট্রাককে ধাক্কা দেয়। সংঘর্ষের পর বাসটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশের খাদে উল্টে পড়ে।

দুর্ঘটনার পর স্থানীয় বাসিন্দারা ও পথচারীরা দ্রুত উদ্ধারকাজে অংশ নেন। আহত ১২ জনকে উদ্ধার করে মেহেরপুর ২৫০ শয্যা জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তাদের মধ্যে কয়েকজনের অবস্থা গুরুতর বলে জানা গেছে।

দুর্ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা ঘটনাস্থলে পৌঁছান। তবে এ প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত দুর্ঘটনাকবলিত বাসটি খাদেই উল্টে পড়ে ছিল। বাসটি উদ্ধারের কাজ এখনও শুরু হয়নি।

এ ঘটনায় কিছু সময়ের জন্য মেহেরপুর-কুষ্টিয়া সড়কে যান চলাচলে বিঘ্ন ঘটে। দুর্ঘটনার কারণ খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

মুজিবনগর হাসপাতালে রোগীদের খাবার নিম্নমানের ও কম দেওয়ার অভিযোগ

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে রোগীদের অল্প পরিমাণ মাছ-মাংস, নিম্নমানের এবং অনেক সময় খাওয়ার অনুপযোগী খাবার সরবরাহের অভিযোগ উঠেছে।

এছাড়া এসব খাবার ক্রয়ে বাজারদরের তুলনায় কয়েক গুণ বেশি মূল্য দেখানো হচ্ছে বলেও অভিযোগ রয়েছে। সরকারি এ হাসপাতালে রোগীদের খাবার নিয়ে অনিয়মের অভিযোগে স্থানীয়দের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ বিরাজ করছে। ভুক্তভোগীদের দাবি, খাদ্য ক্রয়, সরবরাহ ও বিতরণে অনিয়মের নিরপেক্ষ তদন্ত করে দায়ীদের বিরুদ্ধে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হোক।

জানা গেছে, সরকারি নীতিমালা অনুযায়ী ভর্তি রোগীদের নির্ধারিত পরিমাণে মুরগির মাংস, খাসির মাংস অথবা রুই মাছ দেওয়ার কথা।

কিন্তু বাস্তবে তার অনেক কম দেওয়া হচ্ছে। দুপুরের খাবারের জন্য পরিবেশনের উদ্দেশ্যে রাখা একটি পোনা মাছের টুকরার ওজন পাওয়া

গেছে মাত্র ৬০ গ্রাম, যেখানে আড়াইশ গ্রাম ওজনের রুই মাছের টুকরা দেওয়ার কথা।

এছাড়া ২৮৯ গ্রাম মুরগির মাংস ও ৫০ গ্রাম আলু দেওয়ার কথা থাকলেও বাস্তবে একটি ছোট আলু এবং সর্বোচ্চ ৯৫ গ্রাম মাংস দেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ রয়েছে। ১০০ গ্রাম টাটকা সবজির পরিবর্তে পরিবেশন করা হচ্ছে পেঁপেসহ বাসি ও পচা তরকারি।

রোগীদের অভিযোগ, খাবারের মানও ভালো নয়। অনেক সময় মাছ ঠিকমতো রান্না হয় না, ভেতরে কাঁচা থেকে যায়। ফলে চিকিৎসাধীন রোগীদের সুস্থ হওয়ার পরিবর্তে স্বাস্থ্যঝুঁকি আরও বাড়ছে। বরাদ্দ অনুযায়ী পাঁচ গ্রাম চিনি দেওয়ার কথা থাকলেও অনেক সময় সেটিও দেওয়া হয় না বলে অভিযোগ করেছেন একাধিক রোগী।

খাদ্যসামগ্রী কেনাকাটায়ও মিলেছে বিস্ময়কর অসঙ্গতি। হাসপাতালের হিসাব অনুযায়ী ৫৫ গ্রাম ওজনের একটি পাউরুটির দাম ধরা হয়েছে ১৪ টাকা। বাজারে ৫ টাকা দামের কলা এবং ৭ থেকে ৯ টাকা দামের ডিমের মূল্য দেখানো হয়েছে ১৫ টাকা। আবার ৭৪ টাকা কেজি দরের উন্নতমানের চালের পরিবর্তে ৪০ থেকে ৪৫ টাকা কেজি মূল্যের চাল সরবরাহ করা হচ্ছে বলে অভিযোগ রয়েছে।

স্থানীয় ব্যবসায়ীদের অভিযোগ, উন্নতমানের চালের নামে কম দামের চাল বস্তা পরিবর্তন করে হাসপাতালে সরবরাহ করা হয়। এছাড়া রান্নায় বোতলজাত সয়াবিন তেল ও মানসম্মত মসলা ব্যবহারের নির্দেশনা থাকলেও বাস্তবে নিম্নমানের খোলা পাম অয়েল ও নিম্নমানের মসলা ব্যবহার করা হচ্ছে। এতে খাবারের মান নষ্ট হওয়ার পাশাপাশি রোগীদের স্বাস্থ্য নিরাপত্তা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে।

মুজিবনগর উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. আসাদুজ্জামান বলেন, সরকারি নির্দেশনা অনুযায়ী রোগীদের খাবারের মান ও পরিমাণ নিশ্চিত করতে নিয়মিত তদারকির কথা। তবে রোগীর চাপের কারণে সব সময় মনিটরিং করা সম্ভব হয় না।

হাসপাতালের নথিতে উল্লেখিত ঠিকাদার মো. সাফায়েতের সঙ্গে একাধিকবার মুঠোফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তার নম্বরটি বন্ধ পাওয়া যায়। এছাড়া হাসপাতালের কোনো কর্মকর্তা বা কর্মচারী তার ঠিকানা জানাতে রাজি হননি।

মেহেরপুরের ঘোষপাড়ায় ক্রয়কৃত জমিতে মাদ্রাসা নির্মাণে বাঁধা

মেহেরপুরের শহরের ঘোষপাড়ায় ক্রয়কৃত জমিতে মাদ্রাসা নির্মাণ করতে গিয়ে বাঁধা ও হুমকির স্বীকার হচ্ছেন মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ। এ ঘটনায় আদালত আসামিদের করা মামলা খারিজ করে দিলেও তারা বাঁধা ও হুমকি অব্যহত রেখেছে।

এ ঘটনায় মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা আমিরুল ইসলাম মেহেরপুর-১ আসনের সংসদ সদস্যর সুপারিশ নিয়ে মেহেরপুরের পুলিশ সুপারের কাছে একটি লিখিত অভিযোগ করেছেন। অভিযোগে তিনি অভিযুক্ত করেছেন ৮ জনকে। তারা হলেন- মেহেরপুর পৌরসভার ১ নম্বর ওয়ার্ডের ঘোষ পাড়ার মৃত এহিয়া খন্দকারের ছেলে আব্দুর রশীদ, আব্দুস সাত্তার, আব্দুল মতিন, আব্দুল গনি, মেয়ে সাকিলা খাতুন পানতা, রোকিয়া খাতুন (বুড়ি), আব্দুস সালামের মেয়ে সামসুন্নাহার, শান্তি ।

অভিযোগে আমিরুল ইসলাম জানান, সাবেক ৫৯ নং মৌজার খতিয়ান নং- ২১০০, দাগ নং-৬৫৩০, আর.এস খতিয়ান নং-৮৭৬, দাগ নং-৬৫৩০, শ্রেণী- ভিটা, পরিমাণ ১০ শতক এবং আর.এস খতিয়ান নং-১১৮০, দাগ নং-৬৫৩১, পরিমাণ ৩.৫৬ শতকসহ ১৩.৫৬ শতাংশ জমি বৈধভাবে ক্রয় করি।

ক্রয়কৃত জমির উপর সবুজ ছায়া ইসলামিয়া মাদ্রাসা নামে একটি দ্বিনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলি। পরবর্তিতে পুরাতন টিনের ছাউনি অপসারণ করে স্থায়ীভাবে কংক্রিটের ছাদ ঢালাইয়ের কাজ শুরু করিলে বিবাদীগণ সংঘবদ্ধভাবে নির্মাণকাজে বাধা প্রদান করে এবং জোরপূর্বক কাজ বন্ধ করে দেয়। বিবাদীগণ অসৎ উদ্দেশ্যে ও পরস্পর যোগসাজশে আমার বিরুদ্ধে মেহেরপুরের অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে ১৪৫ ধারার মামলা দায়ের করিয়া আমাকে হয়রানি করে। আদালত চলতি বছরের ১৪ মে মামলাটি খারিজ করে দেয়। এরপরেও আসামিরা বিভিন্ন কৌশলে উক্ত জমির খারিজ কার্যক্রম নিজেদের অনুকূলে নেওয়ার চেষ্টা করছে এবং আমার বৈধ মালিকানা ও ভোগদখলে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে। আসামিরা বারবা্র আমাকে জমিতে প্রবেশ, নির্মাণকাজ পরিচালনায় বাধা প্রদান করে অবৈধ অর্থ দাবি করছে।

এ বিষয়ে আসামি আব্দুস সাত্তার বলেন, আমাদের মামলা কোর্ট খারিজ করে দিয়েছে। পরে আমি আমি জেলা জজ কোর্টে আবার মামলা করেছি। তারা টাকা দিয়ে কোর্টের মামলা খারিজ করে নিয়েছে, তা আমি মেনে নেব না। তিনি আরও বলেন, যার সাথে তারা জমি কিনেছে তার সাথে বুছে নেয়নি।

মেহেরপুর সদর থানার ওসি হুমায়ন কবির বলেন,‘ অভিযোগ পেয়েছি। যেহেতু জমি সংক্রান্ত বিরোধ, উভয় পক্ষকে ডাকবো। আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।’

মেহেরপুর পৌর যুবদলের আলোচনা সভা ও র্যালি অনুষ্ঠিত

মেহেরপুর পৌর যুবদলকে সু-সংগঠিত করার লক্ষ্যে আলোচনা সভা ও র্যালি অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ রবিবার বিকেলে কমিউনিটি সেন্টারের সামনে এ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আলোচনা সভায় মেহেরপুর জেলা যুবদলের সহ-সভাপতি বাবু সাবের, পৌর যুবদলের আহবায়ক সামিউল ইসলাম লিজন, যুগ্ম আহবায়ক সুরুজ বাবু, রিপন খাঁন, জানাব আলী, তৌফিক ইসলাম শিমুল বিশ্বাস, সোহেল হোসেন, সদস্য সচিব নওশেদ আহমেদ রনি বক্তব্য রাখেন।

এছাড়াও সদস্যের মধ্যে আরও উপস্থিত ছিলেন শেখ মোঃ শরিফুল ইসলাম শরিফ, মফিজুল ইসলাম, সিরাজুল ইসলাম উইলভার, ফিরোজ হোসেন,নজরুল ইসলাম নুরু, হুমায়ন কবীর, মিনারুল ইসলাম, সরোয়ার হোসেন, সজল খান, রফিকল ইসলাম রফিসহ আরও অনেক উপস্থিত ছিলেন।

উপস্থিত বক্তারা বলেন, খুনি হাসিনার আমলে আমরা অনেক নির্যাতন নিপীড়ন হামলা মামলার খেয়ে রাজপথে ছিলাম, কিন্তু আজকে দেখছি আমাদের মূল্যায়ন করা হচ্ছে না, মূল্যায়ন করা হচ্ছে নেতাদের মামা খালা খালু চাচা এসকল নেতাদের মূল্যায়ন করা হচ্ছে। আমরা মেহেরপুর পৌর যুবদল একত্রিত হয়ে সামনে আমরা একসাথে থাকার অঙ্গীকার করেন।

আলোচনা সভার শেষে কমিউনিটি সেন্টারের সামনে থেকে একটি র্যালি

বের হয়ে পাবলিক লাইব্রেরি মোড়ে গিয়ে শেষ হয়।

মেহেরপুরে সেচপাম্পের মোটর চুরি, থানায় অভিযোগ

মেহেরপুর সদর উপজেলার বুড়িপোতা মাঠ থেকে একটি সেচপাম্পের বৈদ্যুতিক মোটর ও আনুষঙ্গিক যন্ত্রাংশ চুরির ঘটনা ঘটেছে। এ ঘটনায় অজ্ঞাত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে মেহেরপুর সদর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন ভুক্তভোগী।

অভিযোগ সূত্রে জানা যায়, মল্লিকপাড়া এলাকার বাসিন্দা আব্দুল মতিন তার স্ত্রী মোছা. উম্মে হানীর নামে লাইসেন্সপ্রাপ্ত একটি অগভীর নলকূপ বুড়িপোতা মৌজার ভাঙড়া মাঠে অবস্থিত। নলকূপে একটি ৫ হর্স পাওয়ার (২২০ ভোল্ট) বৈদ্যুতিক সেচপাম্পের মোটর ও আনুষঙ্গিক যন্ত্রাংশ স্থাপন করা ছিল, যার আনুমানিক মূল্য ৩৫ হাজার ৫০০ টাকা।

তিনি অভিযোগে উল্লেখ করেন, গত ১৫ জুলাই দিবাগত রাত ১টা থেকে ভোর ৬টার মধ্যে কোনো এক সময় দুর্বৃত্তরা সেচপাম্পের ঘরের তালা ভেঙে মোটর ও যন্ত্রাংশ চুরি করে নিয়ে যায়। পরে মোটরচালক রশিদুল ইসলাম ওরফে ছোট খোকা বিষয়টি জানালে তিনি ও তার স্ত্রী ঘটনাস্থলে গিয়ে চুরির সত্যতা দেখতে পান। পরে স্থানীয় কৃষকদের সঙ্গে কথা বলে বিষয়টি নিশ্চিত হন। এলাকায় ব্যাপক খোঁজাখুঁজি করেও চুরি যাওয়া মালামাল উদ্ধার কিংবা জড়িতদের শনাক্ত করা সম্ভব হয়নি।

এ ঘটনায় চুরি হওয়া মালামাল উদ্ধার এবং জড়িতদের আইনের আওতায় আনার দাবি জানিয়ে তিনি সদর থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন।

মেহেরপুর সদর থানার তদন্ত কর্মকর্তা রুহুল আমিন বলেন, “ঘটনার বিষয়ে তদন্ত চলছে। খুব শিগগিরই চোর চক্রের সদস্যদের শনাক্ত ও গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হব বলে আশা করছি।”

উল্লেখ্য, এর আগে মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপি ও গাংনী উপজেলার বিভিন্ন এলাকায়ও সেচপাম্পের মোটর চুরির একাধিক ঘটনা ঘটেছে। এতে কৃষকদের মধ্যে উদ্বেগ দেখা দিয়েছে।

গাংনীতে সরকারি দপ্তরে ঘুষ-দুর্নীতির প্রতিবাদে বিএনপির বিক্ষোভ ও সমাবেশ

মেহেরপুরের গাংনীতে বিভিন্ন সরকারি দপ্তরে ঘুষ, দুর্নীতি, অনিয়ম ও জনহয়রানির প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল ও প্রতিবাদ সমাবেশ করেছে উপজেলা ও পৌর বিএনপি।

বিশেষ করে সাব-রেজিস্ট্রি অফিস ও প্রাথমিক শিক্ষা অফিসে চলমান দুর্নীতির বিরুদ্ধে কঠোর হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেছেন দলটির নেতারা।

আজ রবিবার (১৯ জুলাই) বেলা ১১টার দিকে উপজেলা বিএনপি কার্যালয় থেকে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের করা হয়।

মিছিলটি শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার চত্বরে গিয়ে শেষ হয়। পরে সেখানে আয়োজিত সংক্ষিপ্ত প্রতিবাদ সমাবেশে বক্তারা এসব দপ্তরে ঘুষ বাণিজ্য বন্ধের দাবি জানান।

সমাবেশে গাংনী উপজেলা বিএনপির সভাপতি আলফাজ উদ্দিন কালুর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক আব্দুল আওয়ালের সঞ্চালনায় বক্তব্য রাখেন স্থানীয় বিএনপির শীর্ষ নেতৃবৃন্দ।

বক্তারা অভিযোগ করে বলেন, গাংনী উপজেলা সাব-রেজিস্ট্রি অফিসের সাব-রেজিস্ট্রার মাহফুজুর রহমান রানার বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন ধরে ঘুষ ও দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে। এছাড়াও প্রাথমিক শিক্ষা অফিসসহ উপজেলার বিভিন্ন সরকারি দপ্তরে সাধারণ মানুষ সেবা নিতে গিয়ে হয়রানির শিকার হচ্ছেন। বক্তারা অনতিবিলম্বে এসব অভিযোগের সুষ্ঠু

তদন্ত করে দায়ীদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জোর দাবি জানান।

উপজেলা বিএনপির সভাপতি আলফাজ উদ্দিন কালু বলেন, “বর্তমান পরিস্থিতিতে সরকারি সেবা পেতে সাধারণ মানুষকে জিম্মি করে রাখা হয়েছে। অবিলম্বে ঘুষ-দুর্নীতি বন্ধ না করলে এবং জনহয়রানি নিরসন না হলে বিএনপি জনগণের স্বার্থে বৃহত্তর ও ধারাবাহিক আন্দোলনের কর্মসূচি ঘোষণা করবে।”

সমাবেশে বক্তব্য রাখেন গাংনী পৌর বিএনপির সভাপতি মকবুল হোসেন মেঘলা, সাধারণ সম্পাদক সাইদুল ইসলাম, জেলা যুবদলের সাধারণ সম্পাদক কাউছার আলী, জেলা ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক সাজেদুর রহমান বিপ্লব ও গাংনী উপজেলা যুবদলের সভাপতি জাহিদুল ইসলাম প্রমুখ।

এ সময় বিএনপি ও এর অঙ্গসংগঠনের বিপুল সংখ্যক নেতাকর্মী উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুর কালেক্টরেট স্কুলে বৃক্ষ রোপণ ও চারা বিতরণ

মেহেরপুর কালেক্টরেট স্কুল অ্যান্ড কলেজ প্রাঙ্গণে বৃক্ষ রোপণ ও বিতরণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ রবিবার সকালে স্কুল কর্তৃপক্ষের আয়োজনে ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে চারা বিতরণ করা হয়।

প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা প্রশাসক শিল্পী রানি রায়। বিশেষ অতিথি ছিলেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি) প্রার্থ প্রীতম শীল এবং সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বাবলু সূত্রধর।

অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর কালেক্টরেট স্কুল অ্যান্ড কলেজের অধ্যক্ষ মিসেস রেহানা ইয়াসমিন, সহকারী শিক্ষক খন্দকার বদরুদ্দোজা (শান্ত), শিক্ষিকা সেলিনা আফরোজা, নাজমা আক্তার,

ফাতেমা খাতুন, শাহানা আক্তার, বিথী খাতুন, শাহিনা আফরোজ, রওশন আরা সহ অন্যান্য শিক্ষক-শিক্ষিকা, ছাত্র-ছাত্রী ও অভিভাবকবৃন্দ।

এই কর্মসূচির মাধ্যমে পরিবেশ সুরক্ষা ও সবুজায়নের প্রতি ছাত্র-ছাত্রীদের সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে গাছের চারা বিতরণ করা হয়। অনুষ্ঠানে বক্তারা পরিবেশ রক্ষায় বৃক্ষরোপণের গুরুত্ব তুলে ধরেন এবং সকলকে নিজ নিজ স্থানে গাছ লাগানোর আহ্বান জানান।